গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ই-সার্ভিস ইমপ্লিমেন্টেশন শাখা
www.ictd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০৫৮.০৬.০০১.২২.৯৫

তারিখ: ৬ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২১ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর ১ম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সূত্র: (যদি থাকে) ...

উপর্যুক্ত বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর চেয়ারপারসন এঁর সভাপতিত্বে 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর ১ম সভা গত ০৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় কেবিনেট কক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর সম্মানিত সদস্য, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: কার্যবিবরণী- ০৮(আট) পাতা।

২১-০৮-২০২৩
ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসান
যুগ্মসচিব
+৮৮-০২-৪১০২৪০৫১
mehedi@ictd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রীর দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়;
২। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়;
৩। মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৪। মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
৫। মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রীর দপ্তর, অর্থ মন্ত্রণালয়;
৬। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
৭। মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রীর দপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
৮। মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রীর দপ্তর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৯। মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রীর দপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়;
১০। মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
১১। মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;
১২। মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রীর দপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়;
১৩। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;
১৪। মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রীর দপ্তর, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;
১৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।;
১৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;
১৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর , তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ;

১৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;

১৯। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ;

২০। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

২১। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক;

২২। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

২৩। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন;

২৪। নির্বাহী চেয়ারম্যান, নির্বাহী চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

২৫। সিনিয়র সচিব/সচিব সকল;

২৬। নির্বাহী চেয়ারম্যান, নির্বাহী চেয়ারম্যান এর দপ্তর, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

২৭। রেক্টর, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;

২৮। ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, সভাপতি, বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক, ২১০/২, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা;

২৯। ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, বিশিষ্ট অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৬ মহাখালি, ঢাকা;

৩০। মহাপরিচালক, জাতীয় টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি), তেজগাঁও, ঢাকা।;

৩১। নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১), নির্বাহী পরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল;

৩২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (গ্রেড-১), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ;

৩৩। মহাপরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন;

৩৪। মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

৩৫। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর;

৩৬। রেজিস্ট্রার জেনারেল, অফিস অব রেজিস্ট্রার জেনারেল;

৩৭। মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর;

৩৮। মহাপরিচালক, সিপিটিইউ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;

৩৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (বিডিসিসিএল);

৪০। প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম;

৪১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড;

৪২। বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়;

৪৩। বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

৪৪। বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট;

৪৫। পলিসি অ্যাডভাইজর, পলিসি অ্যাডভাইজর, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম;

৪৬। সচিব, সচিবালয় ও প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;

৪৭। সভাপতি, এফবিসিসিআই, এফবিসিসিআই আইকন, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা;

৪৮। সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), বিডিবিএল ভবন, কাওরান বাজার;

৪৯। সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো), হাউস-৩৯, রোড-১৩/১৫, ব্লক-ডি, বনানী;

৫০। সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস), হাউস-৩৩/বি, রোড-০৪, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা;

৫১। সভাপতি, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব), হাউস-০৪, ব্লক-বি রোড-২৩/এ,বনানী, ঢাকা এবং

৫২। সভাপতি, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি), হাউস-০২, রোড-২৮, ব্লক-ক, বনানী।

স্মারক নম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০৫৮.০৬.০০১.২২.৯৫/১ (৬)

তারিখ: ৬ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২১ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক ১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

২। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

৩। একান্ত সচিব, মুখ্য সচিবের দপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

৪। পরিচালক - ৮, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

৫। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং

৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর , তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

২১-০৮-২০২৩
মোঃ নবীর উদ্দীন
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স-এর ১ম সভার কার্যবিবরণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
www.ictd.gov.bd

"স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স"-এর ১ম সভার কার্যবিবরণী

চেয়ারপারসন	: শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সভার স্থান	: কেবিনেট কক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তারিখ	: ০৩ আগস্ট ২০২৩
সময়	: সকাল ১০.০০টা

সভার শুরুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শহিদ হওয়া বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল শহিদের ত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে "স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স"-এর ১ম সভা শুরু করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সভায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় এর পক্ষ হতে **"লক্ষ্য এবার স্মার্ট বাংলাদেশ: সমৃদ্ধ আগামীর প্রতিচ্ছবি "** শীর্ষক বই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর এবং বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের যাত্রা বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান করেন। উপস্থাপনায় মুখ্য সচিব বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে একদিকে যেমন স্বাধীনতা দিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ দেখিয়ে গেছেন। মূলত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভিত্তি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন তার উপরই আজকের এই ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তার উপস্থাপনায় বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে শুধু প্রযুক্তি বা যন্ত্রের ব্যবহারের কথা বলেননি, বরং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ তথা স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বছরের বাজেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশের যে রূপরেখা দিয়েছেন তার উপর আলোকপাত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপরেখা অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশে মাথাপিছু গড় আয় থাকবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলার, বিনিয়োগ হবে জিডিপি'র ৪০ শতাংশ এবং শতভাগ ডিজিটাল পেপারলেস সরকার ও ক্যাশলেস অর্থনীতি, স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেকসই নগরায়ণ এবং সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

০৩। তিনি বলেন ইতোমধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। আমাদের টেলি ঘনত্ব এখন ১০৮%। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনায় কোভিড মহামারির সময় প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষকে মোবাইল টেলিফোনে সরাসরি নগদ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জিটুপি অর্থাৎ সাধারণ জনগণের কাছে নগদ হস্তান্তর শুরু হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি বিষয়ে বলতে গিয়ে মুখ্য সচিব আরও বলেন, ইতোমধ্যে ১৩,০০০ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, ৩০০ শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার, ১০৯টি হাইটেক পার্ক ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। বিপিও, ই-কমার্স, ফিনটেক ইত্যাদিতে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে শতকরা চুয়াত্তর ভাগ (৭৪%) জনগোষ্ঠী ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামোর পাশাপাশি এ দেশে ই-কমার্সসহ সম্ভাবনাময় অভ্যন্তরীণ বাজার বিদ্যমান। এখন প্রতি বছর শতকরা ৭ ভাগ হারে দেশে ভোক্তা-বাজারের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে।

০৪। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে তিনি বলেন আমাদের সামনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তির সাথে তাল মেলানো এবং তরুণ সমাজকে যথাযথভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলা। এছাড়াও অন্যান্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রযুক্তির দ্রুত বিবর্তনশীলতা, বিগ ডাটা এনালাইসিস, সাইবার অপরাধ, বৈশ্বিক বিগ-টেক প্রতিষ্ঠানগুলোর আধিপত্য এবং ডিমান্ড ইকোনমি বা চাহিদা অর্থনীতির মোকাবেলা করা। তিনি ডিজিটাল ডিভাইড মোকাবিলা এবং জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প জ্বালানির সংস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মুখ্য সচিব স্মার্ট শিক্ষা, স্মার্ট কৃষি, স্মার্ট স্বাস্থ্য, স্মার্ট অবকাঠামো, স্মার্ট ইয়ুথ এন্ড উইমেন, ডিজিটাল ও ক্যাশলেস ইকোনমি, এবং স্মার্ট গভর্নেন্সকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেন। এক্ষেত্রে তিনি আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকার নীতি সহায়তা দিবে ও প্লাটফর্ম প্রস্তুত করবে এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মূল দায়িত্ব পালন করবে। উপস্থাপনার শেষ পর্যায়ে মুখ্য সচিব জাতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভরতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান।

০৫। সভায় চেয়ারপারসনের বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, তার ভিত্তি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেই তৈরি হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ), আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-এর সদস্য পদ লাভ করেছে। তিনি বাংলাদেশে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন গঠনের মাধ্যমে এ দেশে পরমাণু গবেষণার সুযোগ তৈরি করে দেন। রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়াতে বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র তিনি স্থাপন করেন, যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর দেখা যায় সারা পৃথিবীতে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হলেও তখনও বাংলাদেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার খুবই সীমিত পরিসরে ছিল। সেই অবস্থা থেকে বাংলাদেশ এত দ্রুত গতিতে এগিয়েছে যেখানে অনেক উন্নত দেশও এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পেছনে রয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারার কারণে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন ১৯৯৬ সালে দেশে টেলিফোন ব্যবস্থা ছিল এনালগ, কোনো ডিজিটাল ফোন ছিল না। সে সময়ে উদ্যোগ নিয়ে ডিজিটাল টেলিফোন চালু করা হয় এবং মোবাইল ফোনের বিকাশ ঘটতে থাকে। সাবমেরিন কেবল স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমদিকে যখন ডিজিটাল সেন্টার তৈরি করা হয়; তখন অনেকেই এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও এখন এর সুবিধা পাচ্ছে সকলে। এখন অধিকাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এবং এটি আমাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণেরও সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বাস্তব রূপ পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সুযোগ তৈরি করে দেয় অতীতের ধারাবাহিকতায় সেই সুযোগ আমাদের কাজে লাগাতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'র মতো অগ্রসরমান ডিজিটাল প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে। প্রযুক্তির উৎকর্ষে বিভিন্ন কাজে মানুষের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না তা নয়, বরং প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য দক্ষ মানুষের প্রয়োজন হবে। তাই স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য আমাদের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। মানুষের ভিতরে যে সৃজনশীলতা রয়েছে সেটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। ডিজিটাল বিভাজন কমাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গ্রামের তৃণমূল মানুষের কাছেও প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে পুরোপুরিভাবে। আর্থিক সংগতি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াতে হবে। প্রযুক্তি পরিবর্তনশীল হওয়ায় পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মত দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে। দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। ফ্রি-ল্যান্সারদেরকে ভাষা শেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিক্ষার মান বাড়াতে হবে এবং একই সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশে মানুষ নতুনভাবে চিন্তা করবে এবং উদ্ভাবনী শক্তিগুলোকে বিকশিত করে নিজেদের জীবনমানের উন্নয়ন করবে। লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারলে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে।

০৬। এ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি মহোদয়কে স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ক উপস্থাপনার জন্য অনুরোধ জানান। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা স্মরণ করে বলেন যে, বঙ্গবন্ধু স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নের মধ্যেই জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক, বৈষম্যমুক্ত, উন্নত, স্মার্ট বাংলাদেশ ও সোনার বাংলার আধুনিক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ স্মার্ট বাংলাদেশ নির্বাহী কমিটির উপকমিটি গঠন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ২৩টি উপকমিটির প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। এছাড়া, তিনি স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভের বৈশিষ্ট্য, এদের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রাধিকার খাত বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভসমূহের জন্য আত্মনিরীক্ষামূলক একটি টুল তৈরি করার বিষয়ে উল্লেখ করেন। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সার্বিক বিষয়ে সক্রিয় আলোচনা করেন।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ক উপস্থাপনাঃ অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও প্রস্তাবনা

০৭। তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভের ধারণা ২০২১ সালের আগস্ট মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের কাছ থেকে পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী ০৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স কমিটির ৩য় সভায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ তুলে ধরেন। স্মার্ট নাগরিক কেমন হবে, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সমাজের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে- এ বিষয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সচিব, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাসহ সকলের সাথে পর্যায়ক্রমিক সভা আয়োজন করা হয়েছে। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন যে, স্মার্ট বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্তম্ভ স্মার্ট অর্থনীতি ও অন্য তিনটি স্তম্ভের বিষয়ে জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় ০৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে নির্দেশনা দিয়েছেন। সে অনুযায়ী স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.১। স্মার্ট নাগরিক

আলোচনা: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ স্মার্ট নাগরিকের বৈশিষ্ট্য, কিছু সম্ভাব্য সূচক এবং সূচকসমূহের স্বল্পমেয়াদী (২০২৫ সাল), মধ্যমেয়াদী (২০৩১ সাল) ও দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১ সাল) লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি এ স্তম্ভের আওতায় কিছু অগ্রাধিকার ক্ষেত্রও তুলে ধরেন। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় জাতীয় উদ্যোক্তা ইকোসিস্টেমের কথা তুলে ধরে বলেন ইতোমধ্যে উদ্যোক্তা তৈরিতে সরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইকোসিস্টেম, ইনভেস্টমেন্ট ইকোসিস্টেম ও নলেজ ইকোসিস্টেমের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তিনি আরও বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টি কার্যক্রম যাতে শুধু শহরমুখী না হয়ে তৃণমূল, প্রান্তিক ও গ্রাম পর্যায়ে চলে যায় সেবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত স্মার্ট নাগরিকের সূচক এবং সূচকসমূহের স্বল্পমেয়াদী (২০২৫ সাল), মধ্যমেয়াদী (২০৩১ সাল) ও দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১ সাল) লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরুপ:

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:

ক) স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণে স্মার্ট নাগরিক গঠনে ডিজিটাল দক্ষতার সূচক আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০%, ২০৩১ সালের মধ্যে ৭৫% এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৯০% এর অধীক উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

খ) স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার ২০২৫ সালের মধ্যে ৬০%, ২০৩১ সালের মধ্যে ৮০% এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

গ) নাগরিক সেবা গ্রহণে স্মার্ট আইডির সার্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্মার্ট আইডির সার্বজনীন ব্যবহার শতভাগ এ উন্নীত করা।

ঘ) আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ই-পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সেবা তৈরিতে সচেতন নাগরিকবৃন্দের ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স কেন্দ্রিক ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নাগরিক ও সরকার সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয় নীতিমালা/গাইডলাইন প্রণয়ন করা।

ঙ) সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে অংশীদারিত্বমূলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে স্মার্ট বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন, ডিজিটাল মানসিকতা ও ন্যায়পরায়ণ মানসিকতা বৃদ্ধির কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা।

চ) শিক্ষার সাথে দক্ষতাকে সংযুক্ত করে সময়াবদ্ধ ব্লেন্ডেড শিক্ষা ও দক্ষতা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স এবং এর আওতায় গঠিত ১২টি উপকমিটির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।

আলোচনা শেষে স্মার্ট নাগরিক স্তম্ভ বিষয়ক অগ্রাধিকার ক্ষেত্র বিবেচনায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

৭.১.১। বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাগ্রত দেশপ্রেমিক এবং সমস্যা সমাধানের মানসিকতা সম্পন্ন নাগরিকই স্মার্ট নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবে। দেশের জনগণকে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। (**বাস্তবায়নে** : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৭.১.২। নাগরিকদের দক্ষতা উন্নয়নে ব্লেন্ডেড শিক্ষা, ডিজিটাল পাঠ্যক্রম, সমাজের সর্বস্তরে ডিজিটাল দক্ষতার উন্নয়ন, স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্ধি ও স্মার্ট কর্মসংস্থান অগ্রাধিকার পাবে। অংশীদারিত্বমূলক স্মার্ট বাংলাদেশ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে নাগরিকের মধ্যে ডিজিটাল ও ন্যায়পরায়ণ মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে হবে। (**বাস্তবায়নে** : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সরকারি ও বেসরকারি দক্ষতা উন্নয়ন সংস্থাসমূহ)

৭.১.৩। স্মার্ট কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে জাতীয় উদ্যোক্তা ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে হবে এবং "ওয়ান ফ্যামিলি, ওয়ান সীড" কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্যের জন্য স্মার্ট এমপ্লয়মেন্ট ও অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট (সীড)-ভিত্তিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। (**বাস্তবায়নে** : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৭.২। স্মার্ট অর্থনীতি

আলোচনা: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ স্মার্ট অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, কিছু সম্ভাব্য সূচক এবং সূচকসমূহের স্বল্পমেয়াদী (২০২৫ সাল), মধ্যমেয়াদী (২০৩১ সাল) ও দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১ সাল) লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি এ স্তম্ভের আওতায় কিছু অগ্রাধিকার ক্ষেত্রও তুলে ধরেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:

ক) ক্যাশলেস লেনদেন ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০% এর বেশি, এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাবে উন্নীত করা। এছাড়া, ২০৪১ সালের মধ্যে গড় মাথাপিছু আয় ১২৫০০ (ইউএসডি) এবং দারিদ্র্যের হার শুন্যের কোঠায় আনা।

খ) ২০২৫ সালের মধ্যে জিডিপিতে প্রায় ১% TFP প্রবৃদ্ধি, CMSME'সহ সকল বেসরকারি খাতের ডিজিটালাইজেশন, ২০৩১ সালের মধ্যে জিডিপিতে ২.৫% TFP প্রবৃদ্ধি, CMSME'সহ সকল বেসরকারি খাতের ডিজিটালাইজেশন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জিডিপিতে ২.৫% TFP প্রবৃদ্ধি, CMSME'সহ সকল বেসরকারি খাতের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

গ) স্মার্ট অর্থনীতির সূচক টেকনোলজি সক্ষমতার আওতায় ২০২৫ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ২০৩১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিকে প্রাধান্য দিয়ে Centre of Excellence এর উন্নয়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ব্যবসায় সহজ করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

ঘ) ২০২৫ সালের মধ্যে ৫টি ইউনিকর্ন স্টার্টআপ, ২০৩১ সালের মধ্যে ১৫টি ইউনিকর্ন স্টার্টআপ, এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০টি ইউনিকর্ন স্টার্টআপ স্থাপন।

ঙ) ব্যবসায়িক সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য ২০২৫ সালের মধ্যে একটি কার্যকর সেবা প্ল্যাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে ব্যবসায় সহজ করার আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং-এ অবস্থানের উন্নয়ন করতে হবে। এছাড়া, ২০৩১ সালের মধ্যে ব্যবসায় সহজ করার মাধ্যমে জিডিপিতে ৩% FDI অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ ও ২০৪১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির আঞ্চলিক রপ্তানি হাব হিসেবে গড়ে তোলা এবং

চ) উচ্চগতি ও নির্ভরশীল ব্রডব্যান্ড-এর ব্যবহার ২০২৫ সালের মধ্যে ৭০%-এর বেশি উন্নীত করতে হবে এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা।

স্মার্ট অর্থনীতি বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় :

৭.২.১। ক্যাশলেস, সার্কুলার, উদ্যোক্তামুখী, গবেষণা ও উদ্ভাবননির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিই **স্মার্ট অর্থনীতি** হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশকে **স্মার্ট অর্থনীতির** দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৭.২.২। এগ্রোটেক, ফিনটেক, হেল্থটেক, স্মার্টগ্রিড, এডুটেক, স্মার্ট কমার্স, স্মার্ট পরিবহন ব্যবস্থা-এসকল অগ্রাধিকার খাতে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা)

৭.২.৩। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স/মেশিন লার্নিং, সাইবার নিরাপত্তা, রোবটিক্স, সেমিকনডাক্টর, ইলেকট্রিক ভেহিকেল, স্পেস ও জিওস্পেশিয়াল টেকনোলজিস এবং 4IR নিয়ে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ভিত্তিক উত্তম চর্চা, গবেষণা ও ইনোভেশন কালচাল তৈরীর লক্ষ্যে Centre of Excellence/ Research and Innovation Centre গড়ে তুলতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** আইসিটি বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান)

৭.২.৪। Foreign Direct Investment (FDI) বৃদ্ধি, বহুমুখী রপ্তানি বৃদ্ধি ও দেশীয় আইসিটি ব্যয় বৃদ্ধির উপর জোর দিতে হবে। (**বাস্তবায়নে:** বিডা ও হাইটেক পার্ক অথোরিটি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)

৭.২.৫। সরকারি ক্লাউড ও ডেটা সেন্টার-এর মাধ্যমে প্রযুক্তি এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা গড়ে তুলতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** বিসিসি, বিডিসিসিএল এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)

৭.২.৬। বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে **"বিনিময়"** প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশের সমস্ত ব্যাংক, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) প্রদানকারী এবং পেমেন্ট পরিষেবাগুলোর আন্ত:সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে এবং শতভাগ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসাকে **"বিনিময়"** ব্যবহার উপযোগী করতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** বাংলাদেশ ব্যাংক)

৭.২.৭। স্মার্ট কমার্স বাস্তবায়ন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি লাঘবে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ই-ট্রেড লাইসেন্সসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ সেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে আন্তঃচালিত উপায়ে প্রদান করতে হবে। এপ্রেক্ষিতে এটুআই-এর সহায়তায় নির্মিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল বিজনেস আইডি প্ল্যাটফর্ম (ডিবিআইডি)-এর সাথে যথাযথ আন্তঃসংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এটুআই)

৭.২.৮। আইটি/আইটিইএস শিল্প বিকাশে দেশীয় আইটি/আইটিইএস প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদেশে ব্যবসা প্রসার এবং রপ্তানি বাড়াতে সহায়তা প্রদান করতে হবে। (বাস্তবায়নে : বিডা ও হাইটেক পার্ক অথোরিটি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)

৭.২.৯। যেকোন মেগা প্রকল্পের আইটি/আইটিইএস অংশে বিদেশি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দেশীয় কোম্পানির অংশগ্রহণের সুযোগ রখতে হবে এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে পাবলিক প্রকিউরমেন্টের সংশ্লিষ্ট অংশে প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। (**বাস্তবায়নে :** সিপিটিইউ এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা)

৭.৩। স্মার্ট সরকার

আলোচনা: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ স্মার্ট সরকারের বৈশিষ্ট্য, কিছু সম্ভাব্য সূচক এবং সূচকসমূহের স্বল্পমেয়াদী (২০২৫ সাল), মধ্যমেয়াদী (২০৩১ সাল) ও দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১ সাল) লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি এ স্তম্ভের আওতায় কিছু অগ্রাধিকার ক্ষেত্রও তুলে ধরেন।তিনি বলেন ভূমি মন্ত্রণালয় সেবা ডিজিটাইজেশনে ইতোমধ্যে সফলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ই-নামজারি (মিউটেশন), ডিজিটাল রেকর্ডরুম, ও ক্যাশলেস পেমেন্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এছাড়া, সার্বজনীন ও মানসম্মত স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে ৮ই জুন ২০২২ এ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়-এঁর নির্দেশনায় এটুআই কর্তৃক হেলথ স্ট্যাক, বিসিসি কর্তৃক হসপিটাল অটোমেশন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক শেয়ার্ড হেলথ রেকর্ড পাইলট করা হয়েছে। এছাড়া, স্মার্ট সিভিল সার্ভিস গঠনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য ৮ জুন ২০২৩-এ মাননীয় স্পিকার কর্তৃক স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমি - এর কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:

ক) ২০২৫ সালের মধ্যে কাগজবিহীন, সহজ ও নাগরিকবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ, ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগ সেবা কাগজবিহীন ও পারসোনালাইজ করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার-টেকনোলজি পরিচালিত ব্যক্তি-চাহিদা অনুযায়ী (পারসোনালাইজড) সেবা প্রদান করা;

খ) ২০২৫ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ স্ট্যাক এর মাধ্যমে ৩০% এর বেশি, ২০৩১ সালের মধ্যে ৫০% এর বেশি ও ২০৪১ সালের মধ্যে শতভাগ সেবা সহজলভ্য এবং আন্তঃচলমান করা;

গ) ২০২৫ সালের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য স্মার্ট ড্যাশবোর্ড তৈরি, ২০৩১ সালের মধ্যে আন্তঃপরিচালিত ফ্রন্টিয়ার-টেকনোলজি নির্ভর ড্যাশবোর্ড এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উপাত্ত ও এআই নির্ভর করা;

ঘ) ইউএন ই-গভ ডেভেলপমেন্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ২০২৫ সাল নাগাদ ১০০ এর মধ্যে, ২০৩১ সাল নাগাদ ৭০ এর মধ্যে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৫০ এর মধ্যে আনয়ন এবং

ঙ) প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করে ২০২৫ সালের মধ্যে ১২% এর বেশি, ২০৩১ সালের মধ্যে ১৭% এর বেশি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ২২% এর বেশি নির্ধারণ করা।

স্মার্ট সরকার বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় :

৭.৩.১। নাগরিককেন্দ্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক এবং কাগজবিহীন, উপাত্তনির্ভর, আন্তঃসংযুক্ত, আন্তঃচালিত, সমন্বিত, স্বয়ংক্রিয় সরকার ব্যবস্থাই স্মার্ট সরকার হিসেবে বিবেচিত হবে। **স্মার্ট সরকার** প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৭.৩.২। স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, ব্লেন্ডেড এডুকেশন, স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা, স্মার্ট পরিবহন ব্যবস্থা, স্মার্ট কৃষি, স্মার্ট ইমিগ্রেশন, স্মার্ট রাজস্ব, স্মার্ট বিচারব্যবস্থা, স্মার্ট সংসদ, স্মার্ট কূটনীতি, প্রকিউরমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস, স্মার্ট সোস্যাল সেফটি নেট, স্মার্ট পাবলিক সার্ভিস এবং কাগজবিহীন প্রশাসন, স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমি, স্মার্ট পরিকল্পনা, সিভিল সার্ভিস ২০৪১, স্মার্ট স্থানীয় সরকার, স্মার্ট জননিরাপত্তা- এ সকল কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ ডিজাইন ল্যাব ব্যবহার করে স্মার্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। (**বাস্তবায়নে:** সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা, এটুআই)

৭.৩.৩। স্মার্ট ভূমিসেবা বাস্তবায়নে ডিজিটাল দলিল নিবন্ধন সারাদেশে সম্প্রসারণ এবং ই-মিউটেশন ও ডিজিটাল দলিল নিবন্ধনের সমন্বয় করতে হবে। (**বাস্তবায়নে:** ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন ও বিচার বিভাগ)

৭.৩.৪। স্মার্ট বিচারব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে দ্রুত 'ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প' বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সকল আদালতের বিচারিক কার্যক্রমকে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনতে হবে। (**বাস্তবায়নে:** আইন ও বিচার বিভাগ এবং সুপ্রীম কোর্ট)

৭.৩.৫। সার্বজনীন স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে শেয়ার্ড হেলথ রেকর্ড সিস্টেম চালুকরণে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। (**বাস্তবায়নে:** স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

৭.৩.৬। 'স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা চালুকরণ' প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। (**বাস্তবায়নে:** স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

৭.৩.৭। স্মার্ট সরকার ব্যবস্থার অংশ হিসেবে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন প্ল্যাটফর্মের সাইবার সিকিউরিটি জোরদার করতে হবে। (**বাস্তবায়নে:** অফিস অব রেজিস্ট্রার জেনারেল)

৭.৩.৮। বিবাহ নিবন্ধনের জন্য আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নকৃত 'বন্ধন' সিস্টেমটি দেশব্যাপী চালু করতে হবে। (**বাস্তবায়নে:** আইসিটি অধিদপ্তর এবং আইন ও বিচার বিভাগ)

৭.৩.৯। জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধনের পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন বার্তা এবং মৃত্যু নিবন্ধনের পরে একটি শোকবার্তা প্রেরণ করতে হবে। (**বাস্তবায়নে:** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অফিস অব রেজিস্ট্রার জেনারেল, আইন ও বিচার বিভাগ

৭.৩.১০। মেশিন রিডেবল ভিসা থেকে সময়াবদ্ধ উদ্যোগের মাধ্যমে স্মার্ট ভিসা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর)

৭.৩.১১। স্মার্ট সিভিল সার্ভিস গঠনে স্মার্ট লিডারশিপ একাডেমির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এ-সংক্রান্ত আইন ২০২৪ এর মধ্যে প্রণয়ন করতে হবে। (বাস্তবায়নে : বিসিসি)

৭.৩.১২। সকল সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে স্মার্ট সরকার (স্মার্ট সিভিল সার্ভিস/স্থানীয় সরকার/জুডিশিয়ারি/সংসদ/কূটনীতি) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** সকল প্রশিক্ষণ একাডেমি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এটুআই)

৭.৩.১৩। স্মার্ট সরকার বাস্তবায়নে সরকারি সংস্থাসমূহে উদ্ভাবনী চর্চায় অগ্রসরমান প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই)

৭.৪। স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা

আলোচনা: সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ স্মার্ট সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, কিছু সম্ভাব্য সূচক এবং সূচকসমূহের স্বল্পমেয়াদী (২০২৫ সাল), মধ্যমেয়াদী (২০৩১ সাল) ও দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১ সাল) লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি এ স্তম্ভের আওতায় কিছু অগ্রাধিকার ক্ষেত্রও তুলে ধরেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের একটি সাইড ইভেন্টে সাউথ সাউথ নেটওয়ার্ক ফর পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশনের প্রস্তাব করেন। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ প্রযুক্তি সহায়তার আওতায় বর্তমানে ৩০টি দেশের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে এবং ৭টি দেশ যেমন ফিলিপিন্স, ফিজি, ভূটান, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, ইয়েমেন, জর্ডান, তুর্কিকে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এর আওতায় এটুআই থেকে প্রযুক্তি সহায়তার পাশাপাশি একটি ইন্টারন্যাশনাল আইসিটি ইনোভেশন (i3) ম্যাচিং ফান্ড গঠন করা হয়েছে। ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে সম্প্রতি এটুআই থেকে বাংলাদেশের জন্য একটি ডিজিটাল ডিভাইড বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদনের খসড়া করা হয়েছে। ডিজিটাল ডিভাইড প্রশমনে অনুরূপ গবেষণা প্রতিবেদনের চাহিদা বিশ্বের সকল দেশে রয়েছে। দক্ষিণ-দক্ষিণ প্রযুক্তি সহায়তা, i3 ম্যাচিং ফান্ড এবং ডিজিটাল ডিভাইড বিষয়ক গবেষণাকে একত্র করে একটি ই-কুয়ালিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। অত:পর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ **স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্ত নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ উপস্থাপন করেন:**

<u>লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:</u>

ক) আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% এর অধিক এবং ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। এছাড়া, ২০৪১ সালের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার-টেকনোলজি পরিচালিত ব্যক্তি-চাহিদা অনুযায়ী (পারসোনালাইজড) সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

খ) গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০তম, ২০৩১ সালের মধ্যে প্রথম ২৫টি দেশের মধ্যে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে প্রথম ২০টি দেশের মধ্যে উন্নীত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

গ) স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম -এই সূচকে ২০২৫ সালের মধ্যে 'ডিজিটালি নেটিভ' হওয়া, ২০৩১ সালের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উপাত্ত ও এআই নির্ভর করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঘ) ২০২৫ সালের মধ্যে সমাজ ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ যেখানে সকল বয়স, ধর্ম, শারীরিক সক্ষমতা ও শ্রেণিপেশার মানুষ ডিজিটাল অ্যাক্সেস সুবিধাসম্পন্ন এবং গ্লোবাল ই-কুয়ালিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করণ। এছাড়াও ২০৩১ সালের মধ্যে বয়স, ধর্ম, বর্ণ এবং শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে সকলের সহাবস্থান নিশ্চিতের মাধ্যমে ডিজিটালভাবে সহনশীল এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সরকারি কর্মকাণ্ডে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করা।

স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় :

৭.৪.১। বৈষম্যমুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ, সহনশীল নিরাপদ ও টেকসই সমাজ ব্যবস্থাই স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে। **স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা** প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৭.৪.২। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম "Single Registry MIS" সিস্টেম বাস্তবায়ন করে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতপূর্বক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ৩০টির অধিক মন্ত্রণালয়ের ১১৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ করতে হবে।

(**বাস্তবায়নে :** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য ভাতা প্রদানকারী মন্ত্রণালয়)

০৮। "স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" এর উপ-কমিটি গঠন বিষয়ে আলোচনা:

"স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" সভার এ পর্যায়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত "স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ৪টি স্তম্ভের বিভিন্ন অধিক্ষেত্রের জন্য ২৩টি উপ-কমিটি গঠনের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভায় উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটিসমূহ পর্যালোচনা করেন এবং কার্যক্রম সমন্বয়ে অধিকতর সুবিধা বিবেচনায় কতিপয় অধিক্ষেত্র একীভূত করে উপস্থিত সকলের পরামর্শক্রমে ২৩টি থেকে কমিয়ে ১৫টি উপ-কমিটি চূড়ান্ত করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স নির্বাহী কমিটি'র পরিবর্তে স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স কমিটির উপ-কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও

বিনিয়োগ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান টাস্কফোর্সের উপ-কমিটিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র মন্ত্রীবৃন্দকে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন। এটুআই প্রকল্পে পলিসি এডভাইজার জনাব আনীর চৌধুরী টাস্কফোর্সে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/সচিবগণকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন এবং তিনি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, বানিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক উপ-কমিটিতে বেসরকারি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিবৃন্দকেও কো-চেয়ার করার পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইতোপূর্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

উপ-কমিটি গঠনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৮.১। ইতোপূর্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৮.২। যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বা সিনিয়র সচিব/সচিব উপ-কমিটিকে নেতৃত্ব প্রদান করবেন সে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কে স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স-এ সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে হবে। (**বাস্তবায়নে :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৮.৩। স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ১৫টি উপ-কমিটি গঠন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয়বৃন্দ নিম্নবর্ণিত ১৫টি উপ-কমিটি দ্রুত গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে:

ক্রম	উপ-কমিটি	উপ-কমিটির আহবায়ক
১।	স্মার্ট কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্লিন এনার্জি, পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;	মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
২।	স্মার্ট শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা এবং কর্মসংস্থান;	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩।	স্মার্ট পরিবহন;	মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৪।	স্মার্ট কর এবং রাজস্ব আদায়;	মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়
৫।	স্মার্ট আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, ক্যাশলেস সমাজ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ;	
৬।	স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা;	মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়
৭।	স্মার্ট জুডিশিয়ারি;	মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮।	স্মার্ট সংসদ;	
৯।	স্মার্ট সিভিল সার্ভিস ও স্মার্ট স্থানীয় সরকার;	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
১০।	জিরো ডিজিটাল ডিভাইড এবং সার্বজনীন সংযোগ;	মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১১।	আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি, ডিজিটাল কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং, অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ও স্টার্ট-আপ;	মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১২।	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন এবং মহাকাশ ও জিও-স্পেশিয়াল প্রযুক্তি;	মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
১৩।	স্মার্ট কূটনীতি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং আন্তর্জাতিক উদ্ভাবনী সহযোগিতা;	মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৪।	ইনোভেটিভ সার্ভিস ডেলিভারি, তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক গভর্নেন্স এবং সাশ্রয়ী ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার।	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
১৫।	স্মার্ট জননিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং নিরাপদ ক্লাউড;	মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

উপ-কমিটিসমূহের কার্যপরিধি :

ক) **১. গঠিত উপ-কমিটির আহবায়ক দ্রুত সময়ের মধ্যে তাঁর অধিক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/এজেন্সি/একাডেমিয়া/ব্যবসায়িক সংগঠনের উপযুক্ত প্রতিনিধি/অংশীজনের সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করবেন;**

২. উপ-কমিটি তার অধিক্ষেত্রে স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বিনির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করবে;

৩. চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহের উদ্দেশ্য, সমস্যা, সম্ভাবনা এবং করণীয় নির্ধারণ করবে;

৪. নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বেসরকারি খাত/সংস্থা এবং শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (cross-cutting) বিষয়সমূহ চিহ্নিত করবে;

৫. স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে;

৬. প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন তদারকি করবে;

৭. কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ষান্মাসিক ভিত্তিতে স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সকে অবহিত করবে।

খ) উপ-কমিটির সভা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে যেকোন সময় সভা আয়োজন করতে পারবে।

গ) উপ-কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।
(বাস্তবায়নে : মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ)

৮.৪ গঠিত উপ-কমিটি আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রসমূহে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে। **(বাস্তবায়নে :সংশ্লিষ্ট কমিটি)**

০৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভায় উপস্থিত সকলকে উন্মুক্ত আলোচনায় পরামর্শ প্রদানের আহবান জানান। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, আমাদের মেধাবী ছেলে-মেয়েদের একটি বড় অংশ এখনো দেশের বাইরে, যাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজে লাগাতে হবে। তিনি গবেষণা ও উন্নয়নে অর্থায়ন বহগুণ বৃদ্ধির পাশাপাশি গবেষণা সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মানুষকে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা অর্জনে উপর গুরুত্বারোপ করেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক তাত্ত্বিক গবেষণার পাশাপাশি প্রায়োগিক গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মহাপরিচালক, এনটিএমসি বলেন এনটিএমসিতে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে যেখান থেকে অনেক সংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য নিচ্ছে। যদি সকল সংস্থা এ প্লাটফর্ম থেকে তথ্য নেয় তাহলে রাষ্ট্রীয় অর্থের সাশ্রয় হবে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেন বর্তমানে আমাদের চাহিদার নব্বই ভাগ স্মার্ট ফোন এবং ফিচার ফোন দেশেই উৎপাদন করা হয়। দেশীয় এ উৎপাদনকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের উপর তিনি জোর দেন। তিনি আরও বলেন ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটি ব্যবহারের মাধ্যমে চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট টেলি স্বাস্থ্য সেবায় একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একই পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ-সেবা প্রদান করতে পারে। স্মার্ট সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার স্মার্ট ভিসা বাস্তবায়ন প্রসংগে জনাব আসাদুজ্জামান খান, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন দেশে স্মার্ট ভিসা বাস্তবায়নের কাজ বহুলাংশে এগিয়েছে। বেসিসের সভাপতি জনাব রাসেল টি আহমেদ বলেন সরকারের বাস্তবায়িত প্রত্যেকটি মেগা প্রকল্পে তথ্যপ্রযুক্তির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। মেগা প্রকল্পগুলোতে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিদেশী প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত থাকে। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা রাখা হলে ব্যয় সাশ্রয় হবে ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

সিদ্ধান্ত :

৯.১) গবেষণা ও উন্নয়নে অর্থায়ন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। **(বাস্তবায়নে:** অর্থ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)

৯.২) জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ-সেবা প্রদান করতে হবে। **(বাস্তবায়নে:** স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

৯.৩) স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিটি স্তম্ভে একটি আত্ম-নিরীক্ষামূলক টুল/পদ্ধতি তৈরি করতে হবে যা ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কমিউনিটি আত্ম-বিশ্লেষণপূর্বক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে। **(বাস্তবায়নে:** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই)

৯.৪) স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ এবং অগ্রাধিকার উদ্যোগসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি ড্যাশবোর্ড প্রস্তুত করতে হবে। **(বাস্তবায়নে:** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই)

১০। আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৪/০৮/২০২৩
(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
চেয়ারপারসন
স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স